সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ ১৪১৯

শুভ নববর্ষ ১৪১৯। স্মৃতিময় অতীতকে পেছনে ফেলে নতুন সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে পয়লা বৈশাখ-বাংলা নববর্ষ। নববর্ষকে আমরা বরণ করি বাঙালির আবহমানকালের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিরায়ত মাত্রায়। পয়লা বৈশাখের হালখাতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নববর্ষকে করে তোলে বৈচিত্রময়, জীবনযাত্রাকে করে বিকশিত। বহু বর্ণিল বিদায়ী বছরটি সাফল্য, ব্যর্থতা, আশাভঙ্গ ও উল্লাসের মধ্যে কেটেছে আমাদের। কিন্তু নতুন বছরকে ঘিরে আমাদের প্রত্যাশা অনির্বাণ।

আসুন, আমরা দীপ্ত প্রত্যয়ে নতুন বছরকে সম্ভাষণ জানাই। নব উদ্দীপনায় এক আনন্দঘন পরিবেশে বাঙালির মেলবন্ধন সর্বজনীন উৎসব নববর্ষকে বরণ করি। স্বাগত ১৪১৯ বাংলা নববর্ষ।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

পঁচিশে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-জয়ন্তী। বাঙালির জীবনচর্যায় রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য একটি অনুসঙ্গ । তাঁর চিন্তা-চেতনা এবং কল্যাণবোধ গোটা বিশ্বকে করেছে আলোকোজ্জ্বল। ইউরোপের বাইরে তিনি প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর নোবেল প্রাপ্তি বাঙালির গৌরবের বিষয়। তাঁর প্রজ্ঞা -দর্শন, সৃষ্টিকুশলতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা এতটুকু ম্লান হয়নি। আমাদের প্রতিদিনের কর্মতৎপরতায় তিনি আজো উৎসাহের এক অমর জোগানদাতা। তিনি অমর হয়ে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে।

নজরুল জয়ন্তী

এগারোই জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। তিনি জন্মেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষে। সেই দু:সময়ে সারা দেশের যে অন্যায় অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা দেখেছেন তিনি, তাঁর লেখনীতে সে সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নিপীড়িত জনতাকে সচেতন করেছেন, ব্রিটিশ রোষানলে পড়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে নজরুল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নজরুলের অবিনাশী গান ও কবিতা ছিল মুক্তিকামী বাঙালির অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। ‘মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম’ কিংবা ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’, ‘চল চল চল, আমাদের জাতীয় সত্ত্বার সাথে মিশে আছে বলেই তিনি বাঙালির জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত। জন্মদিনে তাঁর স্মৃতি ও আত্মার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি।